Studio Mita

এম, পি, প্রোডাক্সন্সের

# অনির্বাণ

এম, পি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

# অনির্ব্বাণ

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা

## সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত-পরিচালনা ::: গান

**রবীন চট্টোপাধ্যায়** ::: **শৈলেন রায়**

| | | | |
|---|---|---|---|
| কাহিনী ও সংলাপ ... | অপ্রকাশ মিত্র | কারু-নির্দ্দেশ ... | তারক বসু |
| চিত্র-গ্রহণ ... | বিভূতি লাহা | চিত্র-পরিস্ফুটন ... | শৈলেন ঘোষাল |
| শব্দ-ধারণ ... | যতীন দত্ত | দৃশ্য-সংগঠন ... | গোপী সেন |
| সম্পাদনা ... | কমল গঙ্গোপাধ্যায় | ব্যবস্থাপনা ... | অমর ঘোষ |
| রবীন্দ্র-সঙ্গীত | | আলোক-সম্পাত... | সুধাংশু ঘোষ, অনিল দাস, নারায়ণ চক্র |
| তত্ত্বাবধান ... | অনাদি দস্তিদার | | |

কর্ম্মাধ্যক্ষ ... বিমল ঘোষ
যন্ত্র-ব্যঞ্জনা ... ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
স্থির চিত্র ... ষ্টিল ফটো সার্ভিস

## সহকারীগণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| পরিচালনায় ... | নীতিশ রায়, সরোজ দে | সম্পাদনায় ... | পঞ্চানন চন্দ্র |
| সঙ্গীত-পরিচালনায়... | উমাপতি শীল | ব্যবস্থাপনায় ... | প্রফুল্ল বসু, সুবোধ পাল, |
| চিত্র-গ্রহণে ... | সাধন রায়, বিজয় ঘোষ | রূপসজ্জায় ... | কেশর, বসির, মুন্সী |
| শব্দ-ধারণে ... | তরণী রায়, অনিল তালুকদার | চিত্র-পরিস্ফুটনে ... | গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন চট্টো, সুরেশ রায় |

**কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত**

চিত্র-নির্ম্মাণে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন | **ইণ্ডিয়ান রেড্ ক্রশ সোসাইটি ও নান এণ্ড কোং**

**কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত**
"তোমায় সাজাব যতনে কুসুম রতনে"
"সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে"
গান দুখানি চিত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে

# ★ চিত্র রূপায়ণে

কানন দেবী
ছায়া দেবী
ছবি বিশ্বাস
জহর গঙ্গোপাধ্যায়
নরেশ মিত্র
কৃষ্ণচন্দ্র দে
শ্রীমতী প্রভা

এবং

শ্রীমতী নিভাননী
শ্রীমতী মনোরমা
রবি রায়
তুলসী চক্রবর্ত্তী
বেচু সিংহ
অহি সান্যাল
আশু বসু
কুমার মিত্র
পাহাড়ী ঘটক
সুহাসিনী

এই চিত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের গানগুলি
**হিজ মাষ্টারস ভয়েস**
রেকর্ডেও পাওয়া যাইবে

সহরের মেডিক্যাল-কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গ্রামের ছেলে মহিম বাড়ী ফিরলো। গ্রামের পথে দেখা শিবাণীর সঙ্গে। শিবাণীর মা-বাপ নেই…মহিমের প্রতিবেশী ঋষি ঘোষাল শিবাণীর কাকা…তাঁরই আশ্রয়ে সে থাকে।

শিবাণীর সঙ্গে মহিমের সখ্য আশৈশব। দু'জনে এক সঙ্গে ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্ন দেখে…শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ হয়ে যদি তারা দাঁড়াতে পারে কোনোদিন, তো আশে-পাশে যে-সব দুঃখী-আতুর-অভাগা রোগে-শোকে-অভাবের চাপে প'ড়ে তিলে-তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে—তাদের বাঁচিয়ে-রাখার সাধনায় সঁপে দেবে নিজেদের…এই তাদের জীবনের আদর্শ! গ্রামের প্রান্তে বুড়ো শিবের জীর্ণ মন্দিরে সন্ধ্যার প্রদীপ-শিখার সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে পণ করে—মন্দিরের ঐ উজ্জ্বল-দীপ-শিখার মতো তারা ঐ আদর্শের অনির্ব্বাণ শিখা মনে জাগিয়ে রেখে পাশাপাশি এগিয়ে চলবে জীবনের পথে…ভয়ে-বিপদে পরস্পরকে দেবে উৎসাহ, সাহস, শক্তি!

কিন্তু, কল্পনার রঙে-বোনা এ-স্বপ্ন-জাল তাদের সহসা ছিঁড়ে গেল আচম্বিত-বিপর্য্যয়ের ঝড়ে!

মহিমের বাবা গ্রামের মাইনর স্কুলের সামান্য মাষ্টার…সংসারে বড় হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার যে-স্বপ্ন ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে নিজের জীবনে তাঁর সম্ভব হতে পারেনি, পুত্র মহিমের জীবনে তাই সফল করে তুলবেন—এই ছিল তাঁর ব্রত। তাই ছেলেকে মানুষ করে তুলতে সকলের অজ্ঞাতে নিজের ভিটে-জমিটুকুও বন্ধক দিয়ে ছিলেন। শেষে দেনার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একদিন সন্ন্যাস-রোগে শয্যা নিলেন তিনি। মহিমের অগত্যা কলেজ ছেড়ে চাকরির সন্ধান করা ছাড়া গতি রইলো না।

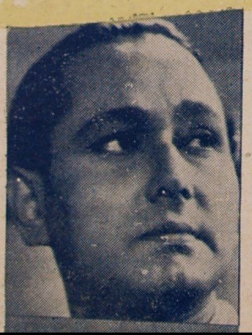

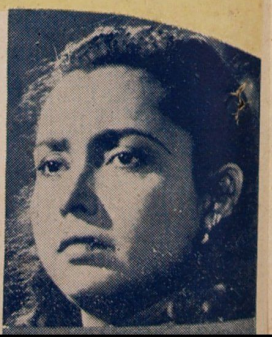

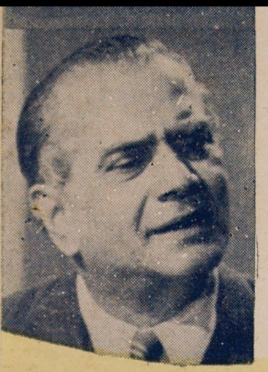

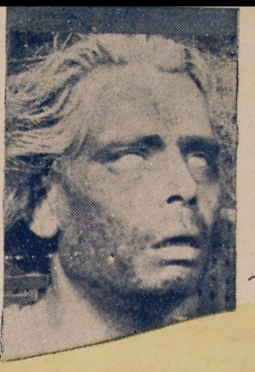

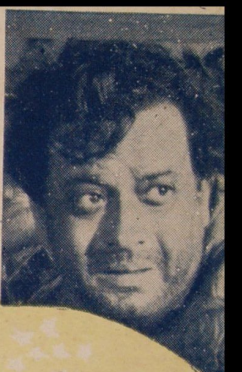













মেডিক্যাল-কলেজের প্রফেসার কর্ণেল চৌধুরী মহিমকে ছেলের মত ভালবাসেন…কৃতী ছাত্রের ভবিষ্যত তিনি দেখতেন উজ্জ্বল। তাকে কলেজের পড়া বন্ধ করতে হবে শুনে তিনি এলেন মহিমের বাবা বনমালী রায়কে দেখতে। প্রস্তাব জানালেন—নিজের একমাত্র আদরের কন্যা ললিতার সঙ্গে মহিমের বিবাহ দিয়ে দুই সন্তানের ভবিষ্যতকে সুন্দর মধুময় করে তোলার! পুত্রের উজ্জ্বল-ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর বনমালী এ-প্রস্তাবে পূর্ণ-সম্মতি দিলেন!

বিবাহের এ-প্রস্তাবে শিবাণীর জীবনে ঝড় বয়ে গেল। যে অনির্ব্বাণ-শিখার পানে চেয়ে দুঃখের আঁধার-পথে শিবাণী এতকাল চলেছিল…এ-ঝড়ে সে-শিখা গেল নিভে। বাইরে আকাশেও তখন মেঘে-মেঘে বজ্র-বিদ্যুতে দারুণ দুর্য্যোগ!…সে-দুর্য্যোগে কোথায় অদৃশ্য হলো শিবাণী!…মহিম বা গ্রামের কেউই শিবাণীর কোনো সন্ধান পেলো না আর!…

* * * *

তারপর বারো বছর পরে…

বিলাত-ফেরত মহিম রায় সহরের সেরা ডাক্তার। বিরাট গৃহ…প্রচুর অর্থ…খ্যাতি, মান, বিলাস, বৈভব!…শুধু মনে নেই শান্তি। উগ্র-আধুনিকী দাম্ভিকা স্ত্রী ললিতা—নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সারাক্ষণ। ছেলে খোকন, সংসার, স্বামী…এদের পানে চাইবার অবসর নেই…ফ্যাশানেবল্-সমাজের মধ্যমণি! মহিম নিজেকে বিসর্জ্জন দেছে অর্থ-সাধনায়…কৈশোরের স্বপ্ন-আদর্শের এতটুকু রেখাও মনের কোনোখানেই নেই! বাড়ীতে একমাত্র আকর্ষণ খোকন…কিন্তু তাকে ঘিরে সব সময় জেগে আছে ললিতার রুদ্র-শাসন। সংসারের তিক্ততার মাঝে দিন কাটে মহিমের। সহসা একদিন ঘটনাচক্রে সহরতলীর এক জীর্ণ বস্তীতে মহিম দেখা পেলো নিরুদ্দিষ্টা শিবাণীর!..

…সে-দেখার ফলে যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি—ছবির রূপালী-পর্দ্দায় হাসি-অশ্রুর বিচিত্র-বর্ণে রূপায়িত তারই ইতিহাস!…

( ১ )

তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমে, রতনে,
কেয়ূরে, কঙ্কনে, কুঙ্কুমে, চন্দনে।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণ-জালিকা
কণ্ঠে দুলাইব মুক্তা-মালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর,
চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কণে।
সখীরে সাজাবো সখার প্রেমে,
অলক্ষ্য হৃদয়ের অমূল্য হেমে।
সাজাবো সকরুণ বিরহ বেদনায়,
সাজাবো অক্ষয় মিলন সাধনায়।
সুন্দর লজ্জার করিব সজ্জা,
যুগল প্রাণের বাণীর বন্দনে।

( ২ )

অন্ধকার...
জীবন অন্ধকার, নয়ন অন্ধকার
দেহ আলো দেহ আলোর সারথি
টুটে যাক্ এ আঁধার!
পৃথিবী অন্ধকার!
জীবন-জুয়ায় বিকাল যাহারা,
বিকাল যাহারা মন
সর্ব্বহারার সেই একজন
আমি তারি এক জন!
মাথার উপরে ঝলকে মৃত্যু,
হিংসার তরবার
নির্ধন যারা পলে পলে সহে
ধনীর অহঙ্কার;
হাল ধরে যারা মত্ত সাগরে,
রুক্ষ মাটিতে হল,
ফসল ফলায় তবুও জোটেনা
ক্ষুধায় অন্ন-জল।
পাতাল খুঁড়িয়া সোনা তোলে যারা
পরে না সোনার হার,
বয়ন করিছে বসন যে জন
লজ্জা ঘোচে না তার।
কঙ্কর-পথে কেহ টানে রথ,
কেহ বা রথের 'পরে,
কলের চাকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া
বিফল হয়ে কে মরে,
জীবনের সুধা ফুরায়েছে কার
বহায়ে শোনিত-ধার,
লোভের যজ্ঞে কে হয়েছে আজ
ইন্ধন জ্বলিবার।
হায় রে মানুষ, বড় হবে তুমি,
মানুষে করিবা খাটো?
সোনা-বাঁধা পথে তুমি কি জানো না,
আগে যেতে পিছে হাঁটো!
তোমার বিধানে পশু ও মানুষ
হয়ে গেছে একাকার,
মানুষের এই অপমান সে যে
অপমান বিধাতার!
হায় ভগবান, লাঞ্ছিত যারা,
তুমি কী তাদের নও?
তোমার বিশ্বে কেন, কেন
বলো জীবনের অপচয়
মানুষের হাতে মানুষ সহিছে
অসহ অত্যাচার,
মানুষ ভুলেছে মানুষের আছে
বাঁচিবার অধিকার।

( ৩ )

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন জাগে মনে, ভুলো না॥
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো
তোমার হাসির তুলনা।
যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে—
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর,
বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিনু যে রাখী পরাণে তোমার
সে রাখী খুলো না, খুলো না।

( ৪ )

শিঃ শ্যামল গাঁয়ের বাঁকা পথের বাঁকে
পাতার ঘরে গাঁয়ের মেয়ের থাকে॥
ছোট্ট নদীর ধারে বটের ছায়ায়
ঐ গাঁয়েরই রাখাল-ছেলে বাঁশী বাজায়।
বাঁশী বাজে, আর বাজে, আর বাজে,
খালি বাজে
গাঁয়ের মেয়ে ভাবে, আর ভাবে,
আর ভাবে...
খোকন: কী ভাবে?
শিঃ বাঁশুরিয়াকে!...
ওদের দুটির হলো জানাজানি
রাখাল-ছেলে বাজায় শুধু বাঁশী,
গাঁয়ের মেয়ে গেঁথে চলে
বিনিসুতোর মালাখানি!
রাখাল-ছেলের হারিয়ে গেল বাঁশী,
মিলিয়ে গেল বাঁশীর মধু-রেশ,
গাঁয়ের মেয়ের মালাখানি আর
হলো না শেষ।
তারপরেতে উঠলো সে কী ঝড়—
সে যেন এক ক্ষুব্ধ অজগর!
ঝড়ের হাওয়া উড়িয়ে নিল,
গ্রামের মেয়ের সবুজ পাতার ঘর!
গাঁয়ের মেয়ে আজো বসে ভাবে,
আর ভাবে, আর ভাবে
হারিয়ে গেছে বাঁশুরী যার...হারা-বাঁশীর
বাঁশুরিয়াকে!

( ৫ )

প্রেমের নিখিলে আলো-আঁধারের খেলা—
কভু ওঠে গড়ে কভু ভেঙ্গে পড়ে
জীবন সাগর-বেলা।
এ সাগর-তীরে মানুষেরা বাঁধে বাসা
সঞ্চয় তার কিছু কাঁদা কিছু হাসা
জীবন-বীণায় কভু সুর বাঁধা—
কভু তার ছিঁড়ে ফেলা।
তবুও মানুষ এই ধরণীতে আসে
ভালবাসা পায় বিনিময়ে ভালবাসে।
কে কোথা রয়েছো ওগো আশাহীন জাগো
নব-সূর্য্যের আঁখি পানে আঁখি রাখো,
নব-জীবনের গগনে গগনে
আশার আলোক-মেলা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড এ মুদ্রিত ও এম, পি, প্রোডাকসন্সের পক্ষ হইতে শ্রীরণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

**মূল্য : দুই আনা**